মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## রুকু ১৩

(১)ওই দিন হযরত ইসা আ. ঘর থেকে বেরিয়ে লেকের পাড়ে গিয়ে বসলেন। (২)তাঁর কাছে এতো লোক এসে জড়ো হলো যে, তিনি একটি নৌকায় উঠে বসলেন আর সমস্ত লোক পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো। (৩)তিনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাদেরকে অনেক বিষয়ে বলতে লাগলেন। বললেন, "শোনো, এক চাষী বীজ বুনতে গেলো।

(৪)বীজ বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো; আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো। (৫)কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়লো। সেখানে বেশি মাটি ছিলো না। সেগুলো বেশি মাটির নিচে ছিলো না বলে তাড়াতাড়ি চারা গজিয়ে উঠলো। (৬)সূর্য ওঠার পর সেগুলো পুড়ে গেলো এবং শিকড় ভালো করে বসেনি বলে শুকিয়ে গেলো। (৭)কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো। কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে চারাগুলো চেপে রাখলো। (৮)অন্যগুলো ভালো জমিতে পড়লো এবং ফল দিলো- কোনোটিতে একশো গুণ, কোনোটিতে ষাট গুণ আবার কোনোটিতে তিরিশ গুণ। (৯)যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।"

(১০)অতঃপর সাহাবিরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আপনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এদের সাথে কথা বলছেন কেনো?" (১১)উত্তরে তিনি বললেন, "বেহেস্তি রাজ্যের গোপন বিষয়গুলো তোমাদেরই জানতে দেয়া হয়েছে কিন্তু এদের নয়।

(১২)কারণ যার আছে তাকে আরো দেয়া হবে আর তাতে তার প্রয়োজনের থেকে বেশি হবে; কিন্তু যার কিছুই নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে।

(১৩)এদের সাথে আমার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলার কারণ হলো, 'এরা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না এবং বোঝেও না।' (১৪)এদের মধ্য দিয়েই ইসাইয়া নবির এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে- 'তোমরা শুনবে কিন্তু কখনোই বুঝবে না, তোমরা দেখবে কিন্তু কখনোই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

(১৫)এসব লোকের হৃদয় অসাড় এবং কান বন্ধ হয়ে গেছে আর তারা তাদের চোখও বন্ধ করে রেখেছে; যেনো তারা চোখ দিয়ে না দেখে, কান দিয়ে না শোনে এবং হৃদয় দিয়ে না বোঝে, আর ভালো হওয়ার জন্য আমার কাছে ফিরে না আসে।'

(১৬)কিন্তু রহমতপ্রাপ্ত তোমাদের চোখ ও তোমাদের কান, কারণ তা দেখতে পায় ও শুনতে পায়। (১৭)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যা দেখছো তা অনেক নবি ও কামিল লোক দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি আর তোমরা যা শুনছো তা তারা শুনতে চেয়েও শুনতে পাননি।

(১৮)অতএব, তোমরা চাষীর গল্পের অর্থ শোনো। (১৯)যখন কেউ সে-রাজ্যের কালাম শুনে তা না বোঝে, তখন সেই শয়তান এসে তার অন্তরে যে-কালাম বোনা হয়েছিলো তা কেড়ে নেয়। পথের পাশে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে একথাই বুঝানো হয়েছে।

(২০)পাথুরে জমিতে বোনা বীজের মধ্য দিয়ে তার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যে সেই কালাম শুনে তখনই আনন্দের সাথে গ্রহণ করে; (২১)কিন্তু তার মধ্যে শিকড় ভালো করে বসে না বলে অল্প সময়ের জন্য সে স্থির থাকে। পরে কালামের জন্য

যখন কষ্ট এবং অত্যাচার আসে, তখনই সে পিছিয়ে যায়। (২২)কাঁটাবনে বোনা বীজের মধ্য দিয়ে তার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যে সেই কালাম শোনে কিন্তু জাগতিক দুশ্চিন্তা এবং ধন-স¤পত্তির মায়া সেই কালামকে চেপে রাখে; সেজন্য তাতে কোনো ফল ধরে না। (২৩)ভালো জমিতে বোনা বীজের মধ্য দিয়ে তার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যে সেই কালাম শোনে ও বোঝে এবং বাস্তবিকই ফল দেয়। কেউ দেয় একশো গুণ, কেউ দেয় ষাট গুণ আবার কেউ দেয় তিরিশ গুণ।”

(২৪)তিনি তাদের সামনে আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন- “বেহেস্তি রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করা চলে, যে নিজের জমিতে ভালো বীজ বুনলো। (২৫)কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর তার শত্রু এসে গমের মধ্যে ঘাসের বীজ বুনে চলে গেলো। (২৬)সুতরাং গাছগুলো যখন বেড়ে উঠলো এবং তাতে শিষ ধরলো, তখন তার মধ্যে ঘাসও দেখা গেলো। (২৭)তখন বাড়ির মালিকের গোলামরা এসে তাকে বললো, ‘মালিক, আপনি কি আপনার জমিতে ভালো বীজ বোনেননি? তাহলে ঘাসগুলো কোথা থেকে এলো?’

(২৮)সে তাদের বললো, ‘নিশ্চয়ই এটি কোনো শত্রুর কাজ।’ গোলামরা তাকে বললো, ‘তাহলে আপনি কি চান যে, আমরা গিয়ে ওগুলো তুলে ফেলি?’ (২৯)তিনি বললেন, ‘না, ঘাসগুলো তুলতে গিয়ে হয়তো তোমরা তার সাথে গমের গাছগুলোও উপড়ে ফেলবে।

(৩০)ফসল কাটার সময় পর্যন্ত ওগুলোকে একসাথে বেড়ে উঠতে দাও। ফসল কাটার সময় আমি মজুরদের বলবো, প্রথমে ঘাসগুলো তুলে পোড়ানোর জন্য আঁটি আঁটি করে বেঁধে রাখো, তারপর গমগুলো আমার গোলায় জমা করো।’”

(৩১)তিনি তাদের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিলেন, "বেহেস্তি রাজ্য এমন একটি সরিষার মতো, যা এক লোক নিয়ে নিজের জমিতে বুনলো। (৩২)সমস্ত বীজের মধ্যে এটি সবচেয়ে ছোটো কিন্তু বেড়ে ওঠার পর তা সমস্ত শাক-সবজির চেয়ে বড়ো হয় এবং এমন একটি গাছ হয়ে ওঠে যে, পাখিরা এসে তার ডালে বাসা বাঁধে।" (৩৩)তিনি তাদের আরো একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, "বেহেস্তি রাজ্য খামির মতো, যা কোনো এক মহিলা নিয়ে গিয়ে তিন গুন ময়দার ভেতরে লুকিয়ে রাখলো। এর ফলে সব ময়দাই ফেঁপে উঠলো।"

(৩৪)হযরত ইসা আ. দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে এসব বিষয় লোকদের বললেন; দৃষ্টান্ত ছাড়া তিনি তাদের কিছুই বললেন না,

(৩৫)যেনো নবির মাধ্যমে বলা একথা পূর্ণ হয়- "আমি কথা বলার জন্য দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমার মুখ খুলবো। দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে যা-কিছু লুকোনো আছে, আমি তা ঘোষণা করবো।"

(৩৬)অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় করে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সাহাবিরা এসে তাঁকে বললেন, "ক্ষেতের ওই ঘাসের দৃষ্টান্তটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।" (৩৭)তিনি উত্তর দিলেন, "যিনি ভালো বীজ বোনেন, তিনি ইবনুল-ইনসান। (৩৮)জমি এই দুনিয়া এবং রাজ্যের সন্তানেরা হলো ভালো বীজ। ঘাস হলো মন্দের সন্তানেরা (৩৯)এবং যে-শত্রু তা বুনেছিলো, সে হলো ইবলিস। কাটার সময় হলো সময়ের শেষ, (৪০)এবং যারা কাটবেন, তারা হচ্ছেন ফেরেস্তা। ঘাস যেমন জড়ো করে আগুনে পোড়ানো হয়, কেয়ামতের দিনে তেমনই হবে।

(৪১)ইবনুল-ইনসান তাঁর ফেরেস্তাদের পাঠিয়ে দেবেন। তারা তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত গুনাহর কারণগুলো (৪২)এবং গুনাহগারদেরকে সংগ্রহ করবেন এবং তাদের জাহান্নামে ফেলে দেবেন।

(৪৩)সেখানে তারা কান্নাকাটি করতে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। তখন দীনদারেরা তাদের প্রতিপালকের রাজ্যে সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে। যার শোনার কান আছে সে শুনুক!

(৪৪)বেহেস্তি রাজ্য জমির ভেতর লুকিয়ে রাখা ধনের মতো। এক লোক তা খুঁজে পেয়ে আবার লুকিয়ে রাখলো। তারপর সে আনন্দের সাথে চলে গেলো এবং তার যা-কিছু ছিলো, সব বিক্রি করে এসে সেই জমিটি কিনলো। (৪৫)আবার বেহেস্তি রাজ্য এমন এক সওদাগরের মতো, যে ভালো মুক্তা খুঁজছিলো। (৪৬)সে একটি মহামূল্যবান মুক্তার খোঁজ পেয়ে ফিরে গিয়ে তার যা-কিছু ছিলো, সব বিক্রি করে সেই মুক্তাটি কিনলো। (৪৭)আবার বেহেস্তি রাজ্য এমন একটি জালের মতো, যা লেকে ফেলা হলো এবং তাতে সবরকম মাছ ধরা পড়লো। (৪৮)জাল ভরে গেলে লোকেরা তা টেনে কিনারে তুললো এবং বসে ভালো মাছগুলো বেছে বেছে ঝুড়িতে রাখলো, আর খারাপগুলো ফেলে দিলো।

(৪৯)সুতরাং যুগের শেষে এমনই হবে। ফেরেস্তারা এসে দীনদারদের মধ্য থেকে গুনাহগারদের আলাদা করবেন এবং তাদের জাহান্নামে ফেলে দেবেন। (৫০)সেখানে তারা কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

(৫১)তোমরা কি এসব বুঝতে পেরেছো?" তারা উত্তর দিলেন, "জি, হুজুর।" (৫২)তিনি তাদের বললেন, "বেহেস্তি রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া প্রত্যেক আলিম

এমন একজন গৃহকর্তার মতো, যে তার ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরোনো জিনিস বের করে।”

(৫৩)এসব দৃষ্টান্ত দেয়া শেষ করে হযরত ইসা আ. সেই জায়গা থেকে চলে গেলেন। (৫৪)তিনি নিজের গ্রামে এলেন এবং তাদের সিনাগোগে গিয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তারা আশ্চর্য হয়ে বললো, “এই জ্ঞান ও মোজেজা সে কোথা থেকে পেলো? (৫৫)এ কি সেই কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়? তার মায়ের নাম কি হযরত মরিয়ম র. নয়? ইয়াকুব, ইউসুফ, সিমোন ও ইহুদা কি তার ভাই নয়? (৫৬)এবং তার বোনেরা সবাই কি আমাদের মধ্যে নেই? তাহলে কোথা থেকে সে এসব পেলো?”

(৫৭)এভাবেই তাঁকে নিয়ে তারা মনে বাধা পেলো। কিন্তু ইসা তাদের বললেন, “নিজের গ্রাম ও নিজের বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই নবিরা সম্মান পান।” (৫৮)তাদের অবিশ্বাসের কারণে তিনি সেখানে আর বেশি মোজেজা দেখালেন না।